কথামুখ

৩০.৩.৯৪-এর ভাষণে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর দুঃখময় অশান্তির জীবন থেকে বেরিয়ে আসার উপায় নির্দেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে সংসারচক্র, জাতিধর্মের প্রতি অর্থহীন আনুগত্য, না-বুঝে শাস্ত্রচর্চা, আত্মবিস্মৃতি, আত্মস্মৃতির জাগরণ ইত্যাদি অনেক বিষয়ের আলোচনা করেছেন। বলেছেন, আত্মতত্ত্ব বিনা অন্য সত্য নেই। বলেছেন, কর্তব্য দায়িত্ব সব অজ্ঞানতা থেকেই জন্মায় এবং তা সাধারণের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই সঙ্গে বলেছেন, যে জ্ঞান ব্যক্তিত্বকে, ব্যষ্টিভাবকে আলাদা করে রাখে তা-ই অজ্ঞান। সত্যদর্শন হল Self Identity। 'আমি'-ই একমাত্র সত্য। এ ছাড়াও পাঁচটি বিষয়ের সঠিক ব্যবহারের কথাও এখানে বলেছেন— প্রাণশক্তি, শিক্ষা, অর্থ-বিত্ত, সময় বা কাল এবং পরিবেশের সঠিক ব্যবহার। একে বলেছেন পঞ্চ তন্ত্রসার। এই সার হল সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

ঝরনা পাহাড় থেকে ঝরে যাবে। কিন্তু ঝরনার উৎপত্তি কবে হয়েছে আর তার পরিণাম কোথায় ঝরনা তা জানে না। মানুষরূপী যে সব জীব এই পৃথিবীতে ঘুরছে তারাও জানে না তাদের উৎপত্তি ও পরিণামের খবর। সেই কোনকালে আত্মসত্তার বক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবত্ব পেয়ে এই সংসারের চক্রে ঘুরে ঘুরে মরছে। আবার কবে সেই আত্মসত্তার বক্ষে মিশে যাবে তা সে জানে না। কেন যে আত্মসত্তার বক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার কারণ জেনেও মানুষ যখন তা দূর করার চেষ্টাও করে না তখন তো তাকে সংসারচক্রে দুঃখের মাঝে থাকতেই হবে। তার কারণ তো সে নিজে।

সংসারচক্রে সংসারীদের কিছু common interest আছে, আর তা নিয়েই চলছে যুগ যুগ ধরে মানুষের আশা-আকাঙ্খা, সুখদুঃখ উত্থানপতনের সংগ্রাম। এত দেখেও কি এদের শিক্ষা হয় না? আবার অতীতে ও বর্তমানে কত অতিমানব, মহামানব এসেছেন— তাঁরা তাঁদের জীবন আচরণ ও বাণীর মধ্যে যে আদর্শ রেখে গেছেন, খুব কমসংখ্যক লোক তার ঠিক ঠিক অনুসরণ করে আর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কাছে এসবের কথা জানা যায়। বর্তমানে মানুষ এসব নিয়ে আর চর্চাও করে না। তারা গতানুগতিক স্বার্থান্বেষীর জীবনযাপন করছে। দুঃখময় অশান্তির জীবন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে কোটিতে হয়তো একজন।

এইসব অতিমানব ও মহামানবের অনুভবের কথা দিয়েই তৈরি হয়েছে শাস্ত্র। তোমরা শাস্ত্র পড় বটে কিন্তু আচরণ করতে শেখো না। কারণ তোমরা স্বার্থ ছাড়তে রাজি নয়। আর অতিমানবরা সবসময়ই স্বার্থের ঊর্ধ্বে, তাই সাধারণত তাঁরা শিষ্য করতে চান না। অথচ মানুষ তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁদের কাছে দলে দলে ভিড় করে। এই যে মানুষ জীবরূপ নিয়ে সংসারে স্বার্থের আবর্তে ঘুরছে, এই আবর্ত থেকে মুক্তির কোনো চেষ্টাই তাদের নেই। তাদের একমাত্র চেষ্টা হল নাম যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি, অর্থ সঞ্চয় করা আর নিজেকে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা। সংসারচক্র থেকে বের হবার আন্তরিক ইচ্ছা তাদের হয় না। সংসারে বসে জপ তপ পূজাপাঠ ইত্যাদিকে তাই বলা হয়েছে বিলাসিতা। এসবই 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) অনুভূতির কথা। অনুভূতির জ্যোতিতে যা দেখা হয় তাই বলা হয়। অনুমান দিয়ে এসব বোঝা যাবে না। এখানকার কথা সবই অনুভূতিভিত্তিক। কর্মের কথাও এখানে বলা হয় না। শাস্ত্র পড়ে যারা পণ্ডিত হয়েছেন তারা কিন্তু অনুমান

©Saccidananda Society

নিয়েই আছেন— তাই তো তারা সামান্য দুঃখের আঘাতেই মুষড়ে পড়েন।

আত্মজ্ঞানের কথা এখানে নির্বিচারে সবার সামনেই রাখা হয়ে থাকে। তা তুমি যে দেশের, যে বর্ণের, যে বংশের যে জাতেরই হও না কেন— হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পারসি, খ্রিস্টান এসব তো 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) কাছে অর্থশূন্য। অবশ্য বর্তমানের মানুষ জাতপাত নিয়েই মেতে আছে। এসবের ঊর্ধ্বে যাবার চেষ্টা করে ক'জন? 'একে' জাতের ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন করলে 'এ' বলবে, এ ব্যাপারে 'এ' অজ্ঞান। 'এর' কাছে মানুষ জন্মমাত্র শূদ্র, কারণ তখন সে অশিক্ষিত অমার্জিত তা সে ধনী কী দরিদ্র, শিক্ষিত কী অশিক্ষিত, যোগী কী বদ্ধ জীবের সন্তান হোক না কেন! শিক্ষা লাভ শুরু হলে সে হয় দ্বিজ— তার দ্বিতীয় জন্ম। অবশ্য শিক্ষার মানের কথা বলা হচ্ছে না;কারণ নিজেরাই তো 'এক'-এর জ্ঞানকে কোটি কোটি ভাগ করে তাকেই আবার পেতে চাইছ। শিক্ষার যোগ্যতা প্রমাণ করে সে যখন চাকরির অধিকার পায় তখন হয় তার তৃতীয় জন্ম। তখন সে পায় সংসার করার, সংসারী হবার অধিকার;আর এক হয় দুই তিন চার ইত্যাদি। সংসার করে করে শ্রান্ত হলে সে নেয় বানপ্রস্থ;তখন হয় তার চতুর্থ জন্ম। এক-কে বহু করে আর সামাল দিতে পারে না;তাই একাকী নির্জনে থাকার প্রচেষ্টা করে। কিন্তু সেখানেও ফাঁকি— ধ্যান করতে বসে মনে পড়ে তার ফেলে আসা সংসারেরই ছবি। পাহাড়ে গুহায় যে সাধুরা থাকে তাদেরও একই অবস্থা। যে চিন্তা ও কর্মের দ্বারা মানুষ নিজেকে পরিচালিত করে সেই চিন্তা ও কর্মই মানুষকে ধীরে ধীরে কীটের পর্যায়ে নামিয়ে আনে।

শাস্ত্র পাঠ করে মানুষ নিজেকে কিছুটা তৈরি করতে পারে, তাদের বুদ্ধি মার্জিত হতে পারে, কিন্তু কখনোই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না। শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে গুরু হওয়া যায় না, জীবত্ব maintain করে আশ্রম হয় না। সৃষ্টি করতে এসে ভগবানই বোকা বনে গেছেন— তাই তো তাঁর দুই হাত দুইরকম— এক হাতে অস্ত্র আর এক হাতে বরাভয়। তিনিই সৃষ্টি করছেন আবার তিনিই দিয়ে যাচ্ছেন মুক্তির বিজ্ঞান। তবে 'এ' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) কোনোদিনই কোনো উপাধি ধারণ করতে রাজি নয়, এমনকী ঈশ্বরত্বও 'এ' নেয়নি। আমি যা ছিলাম তাই আছি তাই থাকব। এই আমি হল unalloyed and unmixed— বুদ্ধি দিয়ে এর নাগাল পাওয়া যাবে না। আর বুদ্ধিকে surrender করলে আপনিই পাবে 'একে' আপনার মাঝে। তাই তো এখানে শুরুই করা হয়েছিল অখণ্ড মানা দিয়ে। সব কিছুকে এক 'অখণ্ডভূমা আমিবোধে মেনে মানিয়ে চলাই' হল এক-এর বিজ্ঞান। কেউ বলতে পারবে না 'এ' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) জ্ঞান দিয়েছে, বিজ্ঞান দেয়নি।

কিন্তু মিথ্যাকে আশ্রয় করে, মিথ্যাকে নিয়ে, অবিদ্যা অনাত্মাকে নিয়ে থাকলে সত্যকে ধরবে কী করে? সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের পরপারে আছে যে এক-এর জ্ঞান তাতে স্থিতি হলেই হবে প্রজ্ঞান। পাবে সচ্চিদানন্দ ভূমা পরমাত্মার দর্শন। এসব কিন্তু কোনো অধীত বা পঠিত বিদ্যার কথা নয়, শ্রুত বিদ্যাও নয়— এ সবই হল অনুভূতির কেন্দ্রে অনুভূতির দর্শন। এসব তোমাদের বলা হয় তোমাদের নিজেদের অন্তর শোধনের জন্য। এই বিদ্যা প্রচারের অধিকার কিন্তু তোমাদের দেওয়া হয়নি। প্রচার করলে আছাড় খাবে।

কিন্তু মিথ্যাকে আশ্রয় করে, মিথ্যাকে নিয়ে, অবিদ্যা অনাত্মাকে নিয়ে থাকলে সত্যকে ধরবে কী করে? সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের পরপারে আছে যে এক-এর জ্ঞান তাতে স্থিতি হলেই হবে প্রজ্ঞান। পাবে সচ্চিদানন্দ ভূমা পরমাত্মার দর্শন। এসব কিন্তু কোনো অধীত বা পঠিত বিদ্যার কথা নয়, শ্রুত বিদ্যাও নয়— এ সবই হল অনুভূতির কেন্দ্রে অনুভূতির দর্শন। এসব তোমাদের বলা হয় তোমাদের নিজেদের অন্তর শোধনের জন্য। এই বিদ্যা প্রচারের অধিকার কিন্তু তোমাদের দেওয়া হয়নি। প্রচার করলে আছাড় খাবে।

ভুল সবারই হয়, হতেই পারে। কিন্তু নিজের ভুলের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে দায়মুক্ত হতে যেও না। ভুলভ্রান্তি করে আবার তার সাফাই গেয়ে দোষমুক্ত হওয়া যায়

©Saccidananda Society

না। ভুলের মাশুল তোমাকে দিতেই হবে। কিন্তু যাতে তোমরা জীবনে ভুল না কর, তার জন্যই তোমাদের বার বার সাবধান করা হয় আর কড়া কড়া কথা বলা হয়। এসব কথা ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় না। কারণ এখানে কোনো পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন নেই। এখানে আপন-পর ভেদ নেই— কারণ এখানে দুই-ই নেই। তাই 'একে' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) তোমাদের মন দিয়ে বিচার করে পাওয়া যাবে না।

বুদ্ধদেব, যিশুখ্রিস্ট তাঁদের শিষ্যদের কাছে মুখ খোলেননি। তাঁরা কর্ম করে গিয়েছিলেন, তাই তাঁদেরও ভোগ করতে হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ কেন ব্যাধের হাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, আর শ্রীবলরাম সরাসরি দিব্যধামে চলে গিয়েছিলেন একথা কেউ বিচার করে না। অবশ্য উদ্ধব-গীতার শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে— শ্রীকৃষ্ণ হলেন substance বা উপাদান। তিনি সবার মধ্যেই আছেন, শ্রীকৃষ্ণকে কখনোই limited করা যায় না।

বর্তমানের ধর্মই হল অধর্ম। কারণ বৈচিত্র্য দেখাই অধর্ম ও এক-কে দেখাই ধর্ম। 'অবিভক্তং বিভক্তেষু'—diversity-র মধ্যে এক-কে দেখা, বহুর মধ্যে এক-কে দেখাই ধর্ম। এ কথা একমাত্র আত্মজ্ঞানীই বলতে পারেন। প্রচুর অর্থ, সম্মান, লোকবল, জনবল হলেই মানুষ ভাগ্যবান হয় না— একমাত্র যে ঈশ্বরের আশ্রয় পেয়েছে সেই ভাগ্যবান। যে আত্মজ্ঞান বা এক-এর বিজ্ঞান শোনার অধিকার পেয়েছ সে সুযোগ তোমরা হারিও না। আত্মজ্ঞানী হলেন personified ঈশ্বর। যদিও বাইরের আচরণ কথা ইত্যাদিতে একজন আত্মজ্ঞানী ও একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোঝা দুষ্কর— তাদের পার্থক্য উভয়ের অনুভূতির গভীরে। তাই তো যুগে যুগে বহুবার আত্মজ্ঞানীকে চিনতে না পেরে তাঁর উপর অত্যাচার করেছে সাধারণ মানুষ। আবার অনেকেই হয়েছে posthumous followers। তোমাদের সময় সময় অনেক কড়া কড়া কথা বলা হয় তোমাদের সাবধান করতে, তোমাদের পতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। একবার পতনের পথে চলে গেলে তাকে আর ফেরানো যাবে না। বলটা দশতলার সিঁড়ি থেকে একবার পড়তে শুরু করলে নীচে না নামা পর্যন্ত কোনোভাবেই তাকে থামানো যাবে না। তোমাদের তাই বার বার বলা হয়েছে মিথ্যার সাথে মোকাবিলা করো না। মিথ্যাকে নিয়ে থাকলে, সুযোগ নষ্ট করলে কখনোই রেহাই পাবে না।

'এ' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) 'এর' পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার সন্ধান করে দেখেছে কোন কর্মের কোন ফল। একটু এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। দয়া ও প্রেমেরও limitation আছে, তাও ভোগ করতে হবে। ছোট হরিদাস শ্রীচৈতন্যের এত কাছের ভক্ত ছিলেন কিন্তু তার সামান্য অপরাধও মহাপ্রভু ক্ষমা করেননি। সে আত্মহত্যা করতে চাইলে মহাপ্রভু তাকে বাধাও দেননি। অথচ তিনিই আবার সারা পৃথিবীতে প্রেম বিলিয়ে গিয়েছেন। 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) কাছে যারাই এসেছে তারা তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই এসেছিল— অনুভূতির অধিকারী হতে আসেনি। তাই বলা হয়েছে— যদিও Self is for all, but all are not for the Self।

Chance পাওয়াই দুর্লভ, তোমরা যে chance পেয়েছ কেন তার misuse করছ? এ তো কোনো সাধারণ ধর্মের gate নয়। Maximum time and energy যাদের পিছনে দেওয়া হয়েছে তারা যদি তা misuse করে, তাদের বৃহত্তর ক্ষতি হবেই। যারা 'এর' সঙ্গে থাকার ঘোরার সুযোগ পেয়েছে, তারা যদি সে সুযোগের কথা ভুলে অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের তো একদিন হায় হায় করতেই হবে। তারা নিজেরা পেয়েছে, কিন্তু অপরকে সে সুযোগ তারা দিতে চায় না। তাই এখানে chance কেউ পায়ই না, আবার কেউ কেউ পেয়েও হারায় আর হারিয়ে করে হায় হায়। 'হারানো ধন পায় না কেহ, কেহ বা পেয়েও হারায়'।

কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত দিতে 'এ' এখানে বসেনি। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিত্বেরও encloser-কে সরানোই 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) উদ্দেশ্য। তাই তোমাদের বার বার বলা হয় you are ever transcendental and beyond। একথা শোনার পরও যে কী করে তোমরা তোমাদের individuality maintain কর বুঝি না। এখানে কিছু পেতে হলে মিথ্যার সঙ্গে, অবিদ্যার সঙ্গে, অনাত্মার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখাই চলবে না।

মানুষ মন-রসে তুষ্ট রুষ্ট সংসার বদ্ধ— তাই তার জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধি। এই অনাত্মাকে ত্যাগের যে ধর্ম এটা কোনো পোশাকি ধর্ম নয়— এই ধর্মকে পাবার জন্য 'একে' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) যা pay করতে হয়েছে সারা পৃথিবীর মানুষ একত্র হয়েও তা দিতে পারবে না। তাই তো 'এ' আর পরমার্থকে ছেড়ে অর্থের পিছনে, নিত্যপূর্ণকে ছেড়ে অপূর্ণের

©Saccidananda Society

পিছনে, সত্যকে ছেড়ে মিথ্যার পিছনে, প্রজ্ঞানকে ছেড়ে অজ্ঞানের জন্য, নিত্য পরম অদ্বয়কে ফেলে দ্বৈত ভূমিতে আসতে পারবে না।

উত্তম খাবার যে হজম করতে পারে না তার পুষ্টি তুষ্টি হতে পারে না। তেমনি শাস্ত্র পড়ে কোনো লাভ হয় না, যদি না শাস্ত্রকে হৃদয়ঙ্গম করতে পার। যদিও 'এ' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) কোনোদিন শাস্ত্র পড়েনি, শাস্ত্র 'এর' অনুভূতির গভীরে প্রত্যক্ষ হয়েছে— তাতে কিন্তু 'এর' জ্ঞানের কোনো হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। অনুভূতির জ্যোতি থেকে যে কথা 'এ' বলে, সেইসব কথা তোমাদের মনে নূতন জ্যোতি দেয়, সেসব কথার প্রতিবাদ যদি স্বয়ং ঈশ্বরও করেন, তাও 'এ' মানতে পারবে না। 'এর' নিজের ব্যাপারে 'এ' দ্বিতীয় কারো আধিপত্য কখনোই স্বীকার করবে না। 'এ' ঈশ্বর হতে চায় না, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও হতে চায় না, let them stay with their portfolio and enjoy, 'এ' 'এর' অনুভূতির position কখনো কাউকে ছেড়ে দেবে না।

মানুষ মন-রসে তুষ্ট রুষ্ট সংসার বদ্ধ— তাই তার জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধি। এই অনাত্মাকে ত্যাগের যে ধর্ম এটা কোনো পোশাকি ধর্ম নয়— এই ধর্মকে পাবার জন্য 'একে' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) যা pay করতে হয়েছে সারা পৃথিবীর মানুষ একত্র হয়েও তা দিতে পারবে না। তাই তো 'এ' আর পরমার্থকে ছেড়ে অর্থের পিছনে, নিত্যপূর্ণকে ছেড়ে অপূর্ণের পিছনে, সত্যকে ছেড়ে মিথ্যার পিছনে, প্রজ্ঞানকে ছেড়ে অজ্ঞানের জন্য, নিত্য পরম অদ্বয়কে ফেলে দ্বৈত ভূমিতে আসতে পারবে না।

এসব কথা শুনতে খুব কড়া। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত সার অতি কোমল। যেমন নারকেলের আছে ছোবড়ার আবরণ আর তলায় একটা শক্ত shell তার ভিতরে থাকে নারকেলের কোমল শাঁস। তেমনি হৃদয়ের গভীরে আছে যে পরমশুদ্ধ পরমতত্ত্ব তার সামনে আছে ইন্দ্রিয় মন প্রাণ বুদ্ধি চিত্ত অহংকার ও প্রকৃতির দ্বার। ইন্দ্রিয় থেকে আসে মনে, মন থেকে যায় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির ঊর্ধ্বে আছে মহৎবুদ্ধি, তারও উপরে মহৎ আত্মা, হিরণ্যগর্ভ; তারও পেছনে আছেন পরমাত্মা পরমব্রহ্ম পরমতত্ত্ব।

অবতার সেজে পৃথিবীতে এসে ভগবান কত দুঃখ ভোগ করেন তাতে সন্তানের কিছু এসে যায় না। মানুষ crucification থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে না। মহৎ আত্মাও প্রকৃতির অধীন তাই মায়াধীন। দেবতারাও মায়াধীন। তাই একমাত্র যিনি এই প্রকৃতির বা মায়ার ঊর্ধ্বে গিয়ে নিত্য একবোধে বাস করেন, সেই আত্মজ্ঞানীর কাছে দ্বৈত বা মায়ার কোনো প্রভাব থাকে না। তাই এখানে বার বার বলা হয়েছে এখানে শুরুই করা হয়েছে 'অখণ্ড একবোধে মেনে মানিয়ে চলা'-র বিজ্ঞান দিয়ে। তোমাদের যত বিজ্ঞান, যেমন— biology, physiology, chemistry, astrology প্রভৃতি সবই cosmology-র অধীন। আর এখানকার বিজ্ঞান হল cosmology-র ঊর্ধ্বে। Evolution of a perfect godhead presupposes an involution. Involution হল আত্মবিস্মৃতি আর evolution হল আত্মস্মৃতির জাগরণ। আত্মস্মৃতি হল আত্মবোধ— এই 'বোধসাগরে বোধের লাগিয়া খেলে বোধ জীবনরূপ ধরিয়া'। তুমি চৈতন্যে জাত, চৈতন্যে বিধৃত, চৈতন্যে অবস্থিত হয়ে চৈতন্যময় হবে। এই জগৎ, এই বৈচিত্র্যময় সংসার হল jugglers show, মরীচিকা, ভ্রমমাত্র।

'নাস্তি সত্যম্ কিঞ্চিৎ অত্রস্য বিনা আত্মতত্ত্ব'। — নিজবোধরূপ সত্যই হল আত্মতত্ত্ব। তাই নিজেকে ছেড়ে আর যাকেই পূজা কর না কেন, তা-ই হবে দ্বৈতভাবনা। বিগ্রহ হল illusion। অতীত অতীত সংস্কারবশে living form ছেড়ে বিগ্রহের নামে সব ঢেলে দিচ্ছ, এটা তোমাদের ভুল, তোমাদের falsity। লক্ষ কোটি দেবতাকে পুজো করছ তোমার |direct source পিতামাতাকে ছেড়ে। যাঁর কাছ থেকে direct পাচ্ছ তাঁকে ছেড়ে বিগ্রহের নামে সব ঢেলে দিচ্ছ। এখানেও আসছ আবার নানা জায়গায় ঘুরছ। সব জায়গা থেকে কিছু কিছু নিয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে নিজেদের মতো করে বলছ। এটা তো পাপ। এখানে personal interest-এর কোনো ব্যাপার নেই। একবার আত্মজ্ঞান লাভ হলে তুমি নরকেই যাও আর স্বর্গেই যাও জ্ঞানের কোনো হেরফের হবে না। যেমন সমুদ্র— তাতে তরঙ্গ থাক বা না থাক সে তো সমুদ্রই। সমুদ্রের বক্ষে সমুদ্রের খেলা হল তার তরঙ্গ বুদ্‌বুদ ফেনা ইত্যাদি। তেমনি আত্মসমুদ্র হল সচ্চিদানন্দসাগর— তার কোনো পরিবর্তন হয় না। আত্মা

©Saccidananda Society

হল অখণ্ডভূমা, নির্বিকার, নিরাকার। আকার থাকলেই আসে বিকার। যার আকারও নেই, তার বিকারও নেই। আত্মাই উপাধি নিয়ে সসীম হয়ে নিজেই নিজেকে বদ্ধ করেছে। আত্মস্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুঃখের সাগরে, বিকারের সাগরে যতটা পথ হেঁটে এসেছ, আবার ঠিক ততটা পথই ফিরে যেতে হবে আত্মস্বরূপের সঙ্গে আবার মিশে যেতে। পূর্ণতার আবরণ খোলা অত সহজ নয়।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিরাট প্রতিভা। তাঁর এই প্রতিভা বিকাশের জন্য তাঁকেও গোপনে অনেক সাধনা করতে হয়েছে, যা অনেকে জানে না। তিনি উপনিষদ পড়েছেন, ব্রহ্মবাদী গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, ক্রিয়াযোগ সাধন করতেন। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের একঘণ্টা আগে থেকে একঘণ্টা পর পর্যন্ত সূর্যের সাথে একাত্ম অনুভব করার ধ্যান করতেন। তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি জীবনের শেষ লক্ষ্যে অর্থাৎ পরমের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পারেননি। যদিও তাঁর মতো প্রতিভার তুলনা মেলা ভার।

দেহ হল চৈতন্যের lowest unit। এই দেহের সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্যই যত কামনাবাসনা, অর্থসংগ্রহ। অর্থের খোঁজেই পরমার্থকে হারিয়েছ। তোমাদের মনের অজস্র কামনাবাসনা কিছুতেই তোমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না। জন্মমৃত্যু চক্রে চক্রে শুধু ঘোরাবে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য কর্ম করছ, খেটে মরছ— মুখে বলছ কর্তব্য করছ। এসব তো তোমাদের অহংকার। আসলে কর্তব্যই হল সংসার। এক ছিলে সাধ করে দুই হলে, দুই থেকে তিন চার পাঁচ হয়ে— নিজেকে হারিয়ে সংসার পাকে খাবি খাচ্ছ। কর্তব্যের ঊর্ধ্বেই আছে সারাৎসার। Duties and responsibilities are born of ignorance. তাই বলা হয়েছিল—

কর্তব্যদুঃখ মার্তন্ডজ্বালা দগ্ধান্তরাত্মন,
কুতপোসম পীযূষধারা সারামৃতেসুখম্॥

কর্তব্যদুঃখ সূর্যের প্রখর তাপজ্বালার মতোই অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করে। ছায়া যেমন সূর্যের তেজ থেকে শান্তি বা আরাম দেয় তেমনি অন্তরাত্মাকে শান্তি দেয় অমৃতপীযূষধারা। কিন্তু সেটা কোথায় পাবে? Cursed by the heat of duty and responsibility, how can oneself find peace in the heart without continuous shower of ambrosia of tranquility, calmness, serenity of eternal peace. অশান্তিকে maintain করে শান্তি হয় না, মুক্তির সাধনা চিন্তা দিয়ে হয় না, কারণ যিনি অচিন্ত্য তাঁকে চিন্তায় আনবে কী করে? অচিন্ত্যকে চিন্তা দ্বারা ভজনা করা যায় না।

অচিন্ত্যং চিন্তামানস্য চিন্তারূপম্ ভজস্যতং
এতদ্বৈবতত্ত্বা অহমেবাহমাবস্থিতম্॥

Mind is not Brahman or Atman, transcend your mind and intellect, you will be unified with Self. তাই বলা হয়েছে 'মন' 'মন' করো না, উলটে নাও বল 'নম' 'নম'— নাও মা মহেশ মাধব মহৎ।

এখানকার কথাগুলি তোমরা distort করতে পার কিন্তু পরিপূর্ণভাবে surrender ব্যতীত কখনোই পূর্ণভাবে গ্রহণ ও অনুভব করতে পারবে না। পরিপূর্ণ surrender ভিন্ন অহংকার ও পুরুষকারকে ছাড়া যায় না। এখানকার কথাগুলো একেবারেই unconventional। পুঁথিপুস্তক বা শাস্ত্র ঘেটে ধারাবাহিকভাবে কিছুই পাবে না। এখানে কোনো second-hand knowledge দেওয়া হয় না। তোমরা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে যে জ্ঞান সঞ্চয় কর তা জ্ঞান নয় অজ্ঞান। আর তোমাদের এই অজ্ঞান আবরণের উপর যে direct জ্ঞানের জ্যোতি ফেলা হচ্ছে, সেই জ্যোতিকে অনুসরণ করলে একদিন এই সংসারচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। Duty and responsibility হল তোমাদের বাধা। এই বাধা পার হতে সাহায্য করতে পারেন একমাত্র আত্মা personified গুরু বা Self Realizer। If you are to take refuge at the feet of anybody you will have to surrender to a living personality. অতীতকে পূজা করে present-কে overcome করতে পারবে না। Present-এর জন্য present-কেই নিতে হবে।

মুখে একরকম আর কাজে অন্যরকম হল অধর্ম। সত্যকে ছেড়ে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াই অধর্ম। সত্য হল এক আর বহু হল মিথ্যা। বহুর কাছে, মিথ্যার কাছে তো বহুবার surrender করেছ— এক-এর কাছে একবার surrender করেই দেখো না। ধর্মকে বাদ দিয়ে অধর্মকে, নিত্যকে বাদ দিয়ে অনিত্যকে, অদ্বয়কে বাদ দিয়ে দ্বৈতকে, সত্যকে বাদ দিয়ে অসত্যকে আশ্রয় করো না। অদ্বয় এক আত্মা গুরুরূপে এসে তোমার কাছে ধরা দিয়েছে, তাঁকে গ্রহণ করতে না পারলে তো তুমি wretched। সংসার তোমাকে মিথ্যা যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রভুত্বের প্রলোভন দেখাচ্ছে। সেই প্রলোভনের ফাঁদে

©Saccidananda Society

পা দিও না। Don't try to rule on others but rule on yourself. অপরকে ছেড়ে নিজেকে শাসন কর। মা আমাকে বার বার দেখিয়েছেন। 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) মা তোমাদের মায়ের মতন কোনো নারী মূর্তি নয়। তিনি সচ্চিদানন্দময়ী ব্রহ্ম আত্মাস্বয়ং, তাঁর বিকারও নেই, দ্বৈতও নেই, তাই তিনি মা। তিনিই তোমাদের কাছে যে এক-এর বিজ্ঞান খুলে ধরেছেন তা তোমাদের অজ্ঞান দূর করতে, বাহাদুরি করতে নয়। Divinity-র বিরুদ্ধাচরণ করলে তিনি কিন্তু সহ্য করবেন না। তিনি যেমন বরাভয় দেন আবার তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে তিনি ভক্তকে বিনাশ করেন, তাই তো তিনি রাবণ, মধুকৈটভ, শুম্ভনিশুম্ভকে বিনাশ করেছিলেন।

এখানে এসেছ নিজেকে তৈরি করতে। নিজে নিজেকে গুরু নির্দেশিত পথে তৈরি কর— নিজে গুরু সাজতে যেও না— 'সাজলে গুরু ইচ্ছামতন, সাজা পাবে জনম-জনম'। মানুষ গুরু সাজতে চায় কর্তৃত্ব প্রভুত্ব করার জন্য। মনই হল শয়তান। মনকে তাই শাসন কর। তোমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য লোভের বশে

এখানে এসেছ নিজেকে তৈরি করতে। নিজে নিজেকে গুরু নির্দেশিত পথে তৈরি কর— নিজে গুরু সাজতে যেও না— 'সাজলে গুরু ইচ্ছামতন, সাজা পাবে জনম-জনম'। মানুষ গুরু সাজতে চায় কর্তৃত্ব প্রভুত্ব করার জন্য। মনই হল শয়তান। মনকে তাই শাসন কর। তোমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য লোভের বশে সাধনভজন করছ। 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) কোনো স্বার্থ নেই তাই 'এ' 'এর' নিজভূমি আত্মবোধ থেকে সরে যায় না। সংসার 'এর' কাছে স্বপ্নমাত্র সার। স্বপ্নভঙ্গের পর স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্য নিয়ে যেমন আর মাতামাতি চলে না, তেমনি এই সংসার নিয়ে 'এর' বলার বা করার কিছুই নেই। সংসার যাদের উপর চেপে বসে আছে তাদের বলা হয়েছে— 'শোন বার বার হয়ে যাও একবার, শোনা হবে সোনা'। তাহলে সংসার চলে যাবে, থাকবে শুধু সমসার। সেখানে দুই নেই, বৈচিত্র্য নেই, আমি আমার নেই। আমি আমার মানেই সংসার, আমি আমার ছাড়লে আর সংসার নেই। সংসারে ভালোবাসা হয় না। তোমরা যে ভালোবাসার কথা বল তা হল ভালোলাগা। সে তো ক্ষণিকের। অল্পেই তা বিকৃত হয়। কিন্তু ভালোবাসা আছে হৃদয়ের গভীরে। আর ভালোবাসার গভীরে আছে প্রেম। True love is the Reality. অজ্ঞানের ভালোবাসা হল morbid attachment of flesh for flesh— it is not love।

কর্ম হল কালের অধীন। কিন্তু যিনি কালাতীত কালজিৎ তিনি effortless— তাই তো 'এ' নিজেকে master idler বলেছে। 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) কোনো কর্ম নেই। কর্ম যে করছে করুক, 'এর' তাতেও কিছু এসে যায় না। 'এর আমি' কেন কর্ম করবে? 'এর আমি' আছে goalpost-এর পিছনে। তাই তো 'এ' full হয়ে fool হয়ে বসে আছে। 'এ' নিজেকে মূর্খ বলে, অর্থাৎ 'এ' 'খ'-কে মুড়ে নিয়ে বসে আছে। 'খ' হল পৃথিবী বা সংসার। সংসার 'এর' নেই।

এত কথা তোমাদের direct শোনানো হয় তবু তোমাদের চিত্ত ভরে না। লোভ তো তোমাদের বেড়েই চলেছে। হৃদয়কে কামনাবাসনা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করছ। সব ছাড়ো। সর্বশূন্য হও। সেই মহাকাশে ফিরে এস যেখানে তুমি কারো ছিলে না, তোমারও কেউ ছিল না। 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) কথা শুনে 'একে' অনেকে পাগল বলে। বলে, এও কী সম্ভব? 'এর' মতো পাগল হতে কেউ রাজি নয়। তোমরা something নিয়ে আছ আর ভাবছ something is better than nothing। আর 'এ' তো nothing-কে নিয়েই আছে। Nothing-এ কোনো meaning নেই— mean মানে নীচতা, অধর্ম। Nothing বা সর্বশূন্যে তো কিছুই নেই। শূন্যের মাঝে আছে মহাশূন্য আর মহাশূন্যের মাঝে আছে পূর্ণ— পূর্ণের মাঝেই আছে সর্বশূন্য। সেই সর্বশূন্যের কথা কেউ শোনে না।

বিজ্ঞান ব্যস্ত আছে তার নূতন আবিষ্কার নিয়ে— কী দিয়ে তৈরি এই পৃথিবী, এই জগৎ ইত্যাদি নিয়ে। আর যে এসব জানছে সেই আমি-র কথা আর জানে কয়জন! জগতে constituent নিয়ে মাতামাতি করছ, নিজের কথা ভাবছ না। এটাই তো ignorance। 'জ্ঞানং, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য' এ তিনই আছে হৃদয়ের গভীরে। এই তিনের সামঞ্জস্য হয় as the essence তখনই হয় জ্ঞানস্বরূপ The Reality।

যে জ্ঞান ব্যক্তিত্বকে, ব্যষ্টিভাবকে আলাদা করে রাখে তাই অজ্ঞান। ব্যক্তিভাব হয় এই দেহকে ঘিরে। কার এই দেহ?

©Saccidananda Society

তুমি কার? কে তোমার? এসব না ভেবে তোমার দুঃখকষ্ট তো তুমিই বানিয়েছ। যার কোনো অস্তিত্ব নেই, সেই un-substantial-কে নিয়ে মেতে আসল বস্তুকেই ভুলে আছ। কে করে তাঁকে স্মরণ? কতবার বলা হয়েছে তোমাদের-স্বরূপ তোমাদের স্মরণ করানো হচ্ছে— কিন্তু তোমাদের তো ঘুম ভাঙ্গে না। মার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে— 'ঘুম ভাঙ্গানো গানটি গেয়ে, জাগাও এবার জাগাও মাগো সন্তানে তোমার' —এই মা কোনো aspect নয়, নিজে নিজেকেই বলছে।

Undivided, undifferentiated; pure Absolute-কে ছেড়ে objective world-কে enjoy করাই অধর্ম। Enjoy করে ego— কর্তব্য কর্তৃত্ব সবই ego-র। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, অপরের উপর কর্তৃত্ব করা বা 'গুরুগিরি করা হল বেশ্যাগিরি'।

সত্যদর্শন হল Self identity। আমাকে কেন্দ্র করে আমাকে নিয়ে যে আমি সেই আমি-ই হল একমাত্র সত্য। Consciousness cannot forget itself. একটি মাত্র কথা, 'Consciousness cannot know its absence' এক জার্মানযোগীর সব প্রশ্নের সমাধান এনে দিয়েছিল। Self cannot know the non-self, and non-self cannot know the self.

জ্ঞান দিয়ে অজ্ঞানকে তুলে দুটোকেই ফেলে দাও। জ্ঞানও নেই অজ্ঞানও নেই। সত্য দিয়ে মিথ্যাকে তুলে সত্য মিথ্যা দুটোকেই ফেলে দাও। আমি সত্যও নই, মিথ্যাও নই। Reality-র কোনো attribute নেই। Reality হল attributeless। যার মধ্যে sincerity আছে সে গ্রহণ করবে আর যার মধ্যে sincerity নেই তার হবে না। তোমাদের জন্য সহজ করে বলতে গেলেও কঠিন হয়ে যায় তোমাদের। 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) কাছে তো সবই playing with myself। আমিই হল একমাত্র সত্তা আর সবই হল bubbles। Bubbles সত্তা ছাড়া থাকতেই পারে না। আমিই আছে সর্বত্র— ঊর্ধ্বে-অধে, ডাইনে-বায়ে, দক্ষিণে-পশ্চিমে, সর্বত্রই 'সোঽহম্'। এই 'সোঽহম্'-এর concept-কে ফাজলামি করে ব্যবহার করলে শাস্তি তো হবেই।

এতকাল ধরে এখানে মিথ্যাচারী বিকারী দূষিতকেও সমান সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এখন আর সুযোগের অপচয় করতে দেওয়া হবে না। এখানে right use-এর কথা বলা হয়েছে। ধর্মই হল righteousness। পাঁচটি right use-এর কথা বলা হয়েছে— (1) right use of life energy, (2) right use of education, (3) right use of money, (4) right use of time and (5) right use of environment। এখানে life energy বলতে সত্তার শক্তিকে বোঝানো হয়েছে;education-এর অর্থ এখানে সাধারণ শিক্ষা নয়। শিক্ষা হল সরস্বতী তিনিই বোধআত্মাস্বয়ং। Money অর্থে, অর্থ যা স্বরূপত পরমতত্ত্ব পরমার্থ— তা-ই লক্ষ্মী। লক্ষ্মীই হল শ্রী, তিনি মুখ্যপ্রাণ। Time হল কাল। যিনি কালকে সংবরণ করে আছেন তিনি কালী। তাহলে, তোমরা যে সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালীর পূজা কর তা কেন কর, তা কি জান? আর environment হল পরিবেশ। অর্থাৎ যার সঙ্গে সদা যুক্ত আছ— তাই যোগ। এটাই হল পঞ্চ তন্ত্রসার। এই সার হল all divine, যা হল সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

এইভাবে বিচার করে সংসারে চললে আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাবে। অনাত্মপ্রীতি জ্বলে তিরোহিত হয়ে আত্মপ্রীতি জাগবে। অনাত্মপ্রীতি হল দেহপ্রীতি, মনপ্রীতি, প্রাণপ্রীতি, অহংকারপ্রীতি, কর্তৃত্বপ্রীতি, বুদ্ধিপ্রীতি। এই প্রীতিকে নিবেদন কর আত্মগুরুর পায়ে, বল— এই নাও গুরু তোমার জীবন, এই বিকৃত বিকারগ্রস্ত অজ্ঞান শিশুকে তুমি গ্রহণ কর, মৃত্যুকে অমৃত কর, মুক্তির বিজ্ঞান দাও। গুরু বা personified godhead কোনো individual নয়। গুরু হলেন— 'অহংকারশূন্য আমি', Self shun I am, sun I am, son I am, sa (subject object idea) nai। Self sun-কে কে ছোঁবে? কী করেই বা ছোঁবে? আমি আমারভাব দিয়ে সূর্যকে নিজের থেকে পৃথক ভাবছ, এই আমি আমারভাব ছেড়ে দিলেই তুমি যে infinite, সেই infinite-এর অনুভব হবে;তখন জীবনের সব ভুলভ্রান্তি, খ্যাতি মান যশ প্রতিপত্তি সব ভেসে গিয়ে এক-এর ঘরে পূর্ণ হয়ে বাস করবে। দেহধর্ম চর্চা করে নরকবাস করছ, দুঃখকষ্ট ভোগ করছ। আত্মাতে তো কোন দুঃখকষ্ট নেই। আত্মস্মৃতি হারিয়ে জন্মমৃত্যু জরাব্যাধির চক্রে ঘুরে কষ্ট পাচ্ছে। এসবই অজ্ঞানজাত মিথ্যা। তুমি চৈতন্যস্বরূপ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ। তোমার কেউ নেই, কেউ তোমার নয়। এই যে সংসারে বাবা মা ভাই বোন নিয়ে আছ এরা সবাই তো তোমার imagination-এর উপাধিধারী। এই যুক্তি কাটাবার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ দুই তো নেই-ই। Shadow-র সঙ্গে ঝগড়া করবে কেন? I never go out of my own true Self.

সচ্চিদানন্দ

©Saccidananda Society